ইলিশের দেশে ইলিশ নাই

স্পট : মতিরহাট

ইলিশের দেখা নেই বাঙালির পাতে। বাজারে কিছু ইলিশ উঠলেও দাম আকাশ ছোঁয়া। ইলিশের আকালে জেলেদের মাথায় হাত। লক্ষ্মীপুরের মতিরহাট ইলিশের হাট নামে পরিচিত। ২০০০-এর প্রতিবেদক **আসাদুর রহমান** ও ফটোগ্রাফার **আনোয়ার মজুমদার** ২৪ ঘন্টা কাটিয়ে এসেছেন সেখানে..

৭.০০ : লক্ষ্মীপুর এসে গতকাল নেমেছি। হোটেলে রাতটি কোনোমতে পার করে বেরিয়ে পড়লাম গন্তব্যে। গোডাউন রোড। মতিরহাটের উদ্দেশে ছাড়ার অপেক্ষায় টেম্পু দাঁড়িয়ে। কিশোর হেলপার গলা ফাটিয়ে চেঁচাচ্ছে। দূরের পথ। জনপ্রতি ভাড়া ২৫ টাকা। কয়েকজন যাত্রীর সাথে আমরাও উঠে বসলাম টেম্পুতে।

৭.৪৫ : টেম্পু চলছে গ্রামের আঁকা-বাঁকা পথে। উপকূলীয় অঞ্চল রাস্তার দু'ধারে লাগানো হয়েছে গাছ। চারপাশে সবুজ। কয়েকজন যাত্রী নিজেদের মধ্যে কথা বলছে। কথাবার্তায় বোঝা যাচ্ছে তারা ব্যাপারী। ইলিশের ব্যাপারী। এদের একজন দিদার হোসেন।

: ইলিশ কেমন ধরা পড়ছে?

: এই বছর ইলিশের দেখা নাই। যা পাই তাই কিনে আনি।

৮.৩০ : প্রায় এক ঘন্টার যাত্রা শেষে মতিরহাট এসে টেম্পু থামলো। ব্যাপারীদের সাথে আমরাও নেমে এলাম। প্রতি সোমবার এখানে হাট বসে। আজ সোমবার। বিকালে জমে উঠবে মতিরহাট। হাটের একটু সামনে বেড়িবাঁধ। মেঘনা পাড়ের এই এলাকাটি চর 'কালকীনি' নামে পরিচিত। পাশে মতিরহাট ইলিশ ঘাট। মৌসুমে চলে ইলিশের বেচা-কেনা। জেলেরা মাছ ধরে নিয়ে আসে আড়তে। সারাদিনই ব্যাপারীরা বসে থাকে জেলেদের অপেক্ষায়। বেড়ি বাধের দৈর্ঘ্য সম্পর্কে এলাকাবাসীর কাছ থেকে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া গেল না। জানা গেল, উত্তর পশ্চিমে চাঁদপুর হতে দক্ষিণ পূর্বে চর আলেকজান্ডারের বিবির হাট পর্যন্ত এই বাঁধের বিস্তৃতি।

৯.০০ : মতিরহাট ইলিশ ঘাটে সকাল থেকেই শুরু হয় ইলিশের বেচাকেনা। রাতের ভাটাতে ছেড়ে যাওয়া ইলিশের ট্রলারগুলো একে

কারেন্ট জালের ফাঁদে ইলিশ পোনা জাটকা

একে ঘাটে ভিড়ছে। ঘাটে বাক্স রয়েছে ৮-১০টির মত। নির্দিষ্ট মালিক চালায় বাক্সগুলো। এই বাক্সগুলো থেকে বিক্রি হয় জেলেদের মাছ। বাক্সের মালিকরা ট্রলার নৌকার মাঝিদের টাকা দাদন দেয়। বিনিময়ে ধরাপড়া মাছগুলো ঐ বাক্সে এনে রাখতে হয়। এবং সেখান হতেই ইলিশ ব্যাপারীরা কিনে নেয় মাছগুলো। ডাকের মাধ্যমে বিক্রি হয় মাছ। বাক্স মালিকরা জেলেদের বিক্রি করা মাছ থেকে শ' প্রতি পাঁচ টাকা করে নিয়ে থাকে।

ব্যাপারীরা প্রতিটি বাক্সের ডাকেই অংশ নিতে পারে। কারণ কখনও একই সাথে দুটি বাক্সের ডাক হয় না। একটি শেষ হলেই আরেকটি শুরু হয়। মাছের পরিমাণ অল্প হলেও ডাকে বিক্রি করতে হয়।

রূপালী ফসল ইলিশ মধ্যবিত্তের ধরা ছোঁয়ার বাইরে

১০.০০ : 'দুইশ' পাঁচ, দুইশ' পাঁচ' বলে চিৎকার করছে এক বাক্সের কর্মচারী- আরেক ব্যাপারী দাম দশ টাকা বাড়িয়ে বলতেই সে 'দুইশ' দশ, দুইশ দশ বলে' হাঁক ডাক শুরু করলো। জেলে তার মাছের পরিমাণ ও সাইজ অনুযায়ী একটি নির্দিষ্ট দাম বাক্স কর্মচারীকে প্রথমে বলে দেয়। সে সেই দাম ধরে বাক্স কর্মচারী দাম হাঁকতে থাকে। ব্যাপারীরা তারপর মাছ নেড়েচেড়ে দেখতে থাকে। দামের সাথে মিল রেখে পছন্দ হলে পাঁচ, দশ টাকা করে মাছের দাম বাড়াতে থাকে, সবচেয়ে বেশি দাম যে ব্যাপারী দিতে পারে, সেই-ই বাক্সের ঐ মাছগুলোর ক্রেতা হয়।

১১.০০ : আব্দুর রহিম ব্যাপারী। এখানে অন্যান্য ব্যাপারীদের তুলনায় বড় ব্যবসায়ী। প্রতিদিন ঢাকায় মাছ পাঠান। সকাল হতে এ পর্যন্ত আড়ত থেকে ২০ হাজার টাকার ইলিশ মাছ কিনেছেন। দেখেই বোঝা যায় পাকা ব্যবসায়ী। সঙ্গে নিয়ে ঘুরছেন বিশাল আকৃতির কয়েকটি বাঁশের ঝুড়ি। বরফের কুচি দিয়ে ঝুড়ির মধ্যে ইলিশগুলো থরে থরে সাজিয়েছেন। তার আগে ইলিশগুলোকে তিনি বালতি ভর্তি পানিতে ডুবিয়ে ডুবিয়ে পরিষ্কার করছেন। মাছের পেট থেকে কাদা বের করেছেন। পেটে কাদা থাকলে মাছের পেট নরম হয়ে যায়। আব্দুর রহিম বললেন, 'দুপুর ১২টার মধ্যেই আরো ২০ হাজার টাকার মাছ কিনন লাইগবো। হেরপর পাঠাইতে হইবো ঢাকায়'।

১১.৩০ : আষাঢ় মাস। ইলিশ ধরার ভর মৌসুম। কিন্তু জেলেদের জালে এ বছর মাছ একেবারে পড়ছে না। আগের বছরগুলোতে একটি মাঝারি সাইজের ট্রলার প্রতি ৬-৭ ঘন্টায় অন্তত তিন মণ ইলিশ ধরতো। এ বছর ৭-৮ কেজির বেশি ইলিশ ধরা পড়ছে না- জানালেন ইলিশ ব্যাপারী রুহুল আমিন। কারণ হিসাবে বললেন, বছরের প্রথম দিকে জেলেরা এত জাটকা ধরেছে যে নদীতে এখন আর ইলিশ পাওয়া যায় না।

ইলিশ শিকারের জন্যে তৈরি হচ্ছে জেলে নৌকা। কিন্তু নদীতে মাছ নেই

১২.০০ : নৌকার মাঝি, মালিক, জেলে, দাদনদার, ব্যাপারী- সবার মুখেই এবার হাহাকার। 'ইলিশ নেই, ব্যবসা নেই'। ইলিশের ওপর নির্ভর করে এদের জীবন। বছরের এই সময়টার জন্য অধীর আগ্রহে বসে থাকে তারা। কখন বর্ষা আসবে। জালে ইলিশ উঠবে। কাঁচা পয়সার মুখ দেখবে। তাদের স্বপ্ন এবার ফিকে হয়ে গিয়েছে। প্রমত্ত মেঘনার বুকে পড়েছে ইলিশের আকাল। শেষ পর্যন্ত লোকসান গুনতে হবে এই চিন্তায় ঘুম আসে না ইলিশ ব্যবসায়ীর। কিছু মাছ ধরা পড়লেও দাম আকাশ ছোঁয়া। ফলে ইলিশ ব্যাপারী ইলিশ ছেড়ে কিনছে অন্য ছোট মাছ। এদেরই একজন হামিদ মুন্সি। গত দুই দিনের হিসাবেই তাকে ৪০ হাজার টাকা লোকসান গুনতে হয়েছে। তিনি জানালেন, আগামী কয়েক দিনে ইলিশের দাম পড়ে না এলে তিনি ইলিশ কেনা বন্ধ করে দেবেন।

দাদন ব্যবসায়ী আব্দুর রশীদ। অলস ভঙ্গিতে বসে আছেন বাক্সের সামনে। সামনে দাঁড়াতেই চোখ পড়লো আমাদের দিকে। প্রতিবেদনের কাজে এসেছি জানাতেই বললেন-

: কি হইবো লেখি। লেখলে কি মেঘনার মাছ ধরা পইরবো। এরতন সন্ত্রাস লই লেখেন। কামে দিব।

: ইলিশ ধরা পড়ে না কেন?

: ধরা পরবো কইতন। থাকতে হইবো তো। জাটকা ধরি বেবাক মাছের... মারি দিছে। কারেন্ট জালো আটকি যায় সব মাছ।

খাবারের জন্যে নয় বিক্রির জন্যে

: কারেন্ট জাল দিয়ে কি এখানকার জেলেরা মাছ ধরে?

: এইখানকারও ধরে। তয় চাঁনপুরের (চাঁদপুর) জাইল্যারা কারেন্টর জাল ছাড়া মাছই ধরে নো। হালার পুতেরা এই বছর বেশি ধইরেছে, জাটকা বেশি মারছে।

১২.৩০ : ইলিশের অভাবে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে নৌকা মালিকরা। নৌকা মালিক, আব্দুল শহীদ বললেন, তার ট্রলারে ৯ জন লোক কাজ করে। এদের পেছনে দৈনিক দেড় থেকে দু'হাজার টাকা খরচ আছে। দৈনিক যে পরিমাণ ইলিশ তার ট্রলারে ধরা পড়ে তার দামের অর্ধেক সে পায়। কিন্তু এবার এমন দিন গিয়েছে যে ট্রলার নদীতে গিয়ে সারাদিনে একটি ইলিশও পায়নি। তাই প্রতিদিনই তার লোকসান হচ্ছে, এছাড়াও রয়েছে মেরামত খরচ তো আছেই। প্রতি সপ্তাহে অন্তত একবার নৌকা মেরামত করতে হয়। পাটাতন বদল, আলকাতরা লাগানো এসবেও রয়েছে বিশাল অংকের খরচ।

১.০০ : ছয় ইঞ্চি পর্যন্ত ইলিশকে বলা হয় জাটকা। এক বিশেষ ধরনের পানি রং-এর নাইলনের সুতায় তৈরি হয় কারেন্ট জাল। ছোট বড়, যে কোনো ধরনের মাছেরই রক্ষা নেই এ জাল থেকে। কারেন্ট জালের সুতার খোপগুলো ছোট হওয়ায় ছয় ইঞ্চি পর্যন্ত ইলিশগুলো এ জাল থেকে রক্ষা পায় না। ইলিশ ধরার প্রতিটি জালের আয়তন দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে বিশাল হয়। ইলিশ সাধারণত নদীর নিচে মাটির খুব কাছাকাছি থাকায় ইলিশ ধরতে জেলেরা এমন দীর্ঘ জাল ব্যবহার করে যা নদীর তলদেশের মাটি ছুঁয়ে আসে। বিশাল আকৃতির কারেন্ট জাল যেখানে পাতা হয় জালের আকৃতির কারণে একটি মাছও জাল থেকে ছুটে যেতে পারে না। অভিমানের সাথেই কথাগুলো বললেন জেলে আমিনুল। নিজের ওপর সে ভীষণ বিরক্ত। নিজের দোষ স্বীকার করে আমিনুল বললেন, তার বিশাল আকৃতির একটি কারেন্ট জাল ছিল। ডিঙ্গি নৌকার সাহায্যে সে প্রতিদিন ২ বার নদীতে জাল ফেলতো। গত ৩-৪ মাস আগে এমনও দিন গিয়েছে যখন প্রতিবার জাল টানলে সে এক হাতে দেড়মণ জাটকা ধরতে পারতো। কিন্তু তখন সে ইলিশ পাচ্ছে না। জাল নিয়ে প্রতিদিন নদীতে নামলেও গত তিনদিন যাবৎ তার জালে একটি ইলিশও ওঠেনি। ঘরের সবাই উপোস করে আছে।

২.০০ : ভাটা শুরু হয়েছে। সকালে মাছ বিক্রি করতে আসা ট্রলারগুলো ফেরত যাচ্ছে। আর ভোরে ট্রলারগুলো ফিরে আসছে ঘাটে। একটি ট্রলারে চেপে বসলাম। প্রচন্ড ঢেউ। উত্তর দিকে ছুটছে ট্রলার। ট্রলারে আমরা ছাড়াও ১০ জন মানুষ। দুইজন মাঝি আর বাকি ৮ জন জেলে। জাল ফেলা হবে নদীর মাঝখানে। আরো কয়েকটি ট্রলারও মাছ শিকারে ব্যস্ত। ট্রলার এখন মাঝ নদীতে। ইঞ্জিন থামিয়ে দিল মাঝি। আস্তে আস্তে এগিয়ে যাচ্ছে। ট্রলারের একপাশে জাল ভাঁজ করা। দু'জন মিলে নদীতে দ্রুততার জাল ফেলতে থাকলো। বিশাল আকৃতির জাল। পানিতে ভাসার জন্য জালে লাগানো হয় ভাসমান কোনো বস্তু। এক্ষেত্রে জেলেরা প্লাস্টিক কিংবা কাঠ দিয়ে জালের ওপরের অংশ বাঁধে। জেলেরা এগুলোকে 'কাঠি' বলে। এছাড়া জালের বিভিন্ন অংশে কাপড়ের নিশান লাগানো। বাঁশের সাহায্যে নিশানগুলো জালের সাথে বাঁধা। আয়নাল এখনও কাঠি ধরে জাল ফেলে চলছে।

৪.০০ : নদীর বড় এলাকা জাল দিয়ে ঘিরে ফেলা হয়েছে। গোল করে জাল পাতা হয়েছে, ঘন্টা খানেক অপেক্ষার পর জাল টানা শুরু হবে। এই সময়টুকু জেলেরা নিজেদের মধ্যে সুখ-দুঃখের আলাপ করে। আয়নালের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, গতরাতে তারা দু'বার জাল টান দিয়ে মাত্র ১৫ কেজির মত মাছ পেয়েছে। দু'সপ্তাহ ধরে চাঁদপুরে বসবাসরত আয়নাল তার পরিবারকে একটি টাকাও পাঠাতে পারেনি।

৫.০০ : জাল টানা শুরু হয়েছে। ৬ জন জেলে সমস্ত শক্তিতে জাল টেনে তুলছে নৌকায়, অন্য দু'জন জাল গুছিয়ে রাখছে। বিভিন্ন ধরনের মাছ পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু ইলিশের দেখা নেই। হঠাৎ আয়নাল চিৎকার করে উঠল– 'মাছ মাছ'। জালে বিশাল আকৃতির এক ইলিশ আটকে আছে। জেলেরা মাছটি যেন নদীতে পড়ে না যায় সে জন্যে খুব সতর্কভাবে ইলিশটি ট্রলারে তুললো। ওজনে প্রায় ৪ কেজির মত হবে। জেলেরা জানালেন এ ধরনের ইলিশকে তারা 'গ্রেট ইলিশ' বলে থাকে। ব্যাপারীদের কাছে মাছটি ৭০০ টাকা বিক্রি করা যাবে বলে তারা জানালেন। এত বড় আকৃতির মাছ এবারই তারা প্রথম পেয়েছেন।

৭.৩০ : জাল তুলে জেলেরা একটু জিরিয়ে নিচ্ছে। বড় ইলিশটি ছাড়াও ৭টি ইলিশ পাওয়া গেছে। এগুলোর বেশির ভাগই মাঝারি সাইজের। তাছাড়া পনেরো কেজি ওজনের ১টি পাঙ্গাস মাছ, ২ কেজির ১টি কোরালও পাওয়া গেছে। তবে বিশাল পাঙ্গাস জেলেদের ততটা খুশি করতে পারেনি যতটা না তারা খুশি হয়েছে ৪ কেজির 'গ্রেট ইলিশে'। জেলে শামসুদ্দিন বিস্মিত চোখে বারবার ইলিশটিকে

বড় ইলিশ, দাম সর্বকালের উঁচু দামের সীমানা ছাড়িয়েছে

নেড়েচেড়ে দেখছেন। আমাদের দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে বললেন, 'রুহার (রুপালি) হিলিশ আইজ সোনার থন দামি হই গেছে।'

৮.০০ : ফিরে যাচ্ছে ট্রলার। পাশ দিয়ে ছুটে চলা ট্রলার থেকে চিৎকার করে একজন জেলে জানতে চাইলো। কয়টা 'মাচ হাইছস' 'জবাব পেল, '৮টি হাইছি'। পাঙ্গাস আর কোরালের কথা কেন বললেন না? শামসুদ্দিনকে এই প্রশ্ন করতে, শামসুদ্দিন বলে উঠলো, 'আমরা হিলিশের জাইল্যা, হিলিশ থই অন্য মাছ আমরা বুঝি না।'

৮.৩০ : মতিরহাট ইলিশ ঘাট এই মুহূর্তে বেশ জমজমাট। শামসুদ্দিন ইলিশগুলো নিয়ে তার নির্দিষ্ট বাক্সে রাখলেন। প্রথমেই তিনি গ্রেট ইলিশের ডাক তুললেন। বাক্স কর্মচারীকে তিনি মাছের দাম সাড়ে পাঁচশ টাকা বলে দিলেন। গ্রেট ইলিশের ডাক তোলা শুরু হয়েছে। সব ব্যাপারীরা বাক্সের চারদিকে দাঁড়িয়ে গ্রেট ইলিশের ডাক ধরছে। শেষ পর্যন্ত আব্দুর রহিম সাতশ' টাকায় মাছটি কিনে নিল। আব্দুর রহিম জানালেন, এ বছর এই মাছ ঢাকায় ৮শ' টাকায় সহজেই বিক্রি করা যাবে।

৮.৪৫ : ছোট ছোট কতগুলো মাছের পোনা নিয়ে এগিয়ে এলো ৮/১০ বয়সের শহীদ। জানালো, এগুলো পাঙ্গাসের পোনা। শহীদ পাঙ্গাসের পোনাগুলো ডাকে তুললো। ৮০ টাকায় প্রায় একশ' পাঙ্গাসের পোনা কিনে নিল ব্যাপারী শহীদ। শহীদ, বললো, বাইজ্জা নামের এক জেলে সম্প্রদায় বড়শি দিয়ে পাঙ্গাসের পোনা ধরে, এরা নৌকায় থাকে। নৌকাই তাদের সংসার। শহীদ আরো বললো, বরিশালের মেঘনা উপকূলের হিজলা, মেহেন্দীগঞ্জ এলাকায় পাঙ্গাস পাওয়া যায় বেশি। কিন্তু গত কয়েক বছর ধরে বরিশাল, লক্ষ্মীপুর এলাকায় বাইজ্জা সম্প্রদায় যেভাবে পাঙ্গাসের পোনা ধরা শুরু করেছে, তাতে আগামী দু'এক বছরের মধ্যে নদীর পাঙ্গাসও বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

৯.০০ : প্রতিটি বাক্সের ওপরে জ্বলছে বাতি। জেনারেটর দিয়ে জ্বালানো হয়েছে এই বাতি। নৌকা , ট্রলারের ভেতরও হারিকেন, কুপি বাতি জ্বলছে। দুপুরে মাছ বিক্রি করতে যেসব ট্রলার ঘাটে ভিড়েছিল এবার তাদের মাছ ধরতে যাবার পালা। ভাটা শুরু হয়েছে কিছুক্ষণ আগে। নদী এখন একেবারেই শান্ত। রাতের খাবার সেরে নিচ্ছে মাছ ধরতে যাওয়া জেলেরা। টর্চ হাতে সোহরাব ট্রলারের দিকে যাচ্ছে। আমাদের দেখে বললো, 'যাইবেন নি ভাই, আমগো লগে। দেখবেইননি রাইতের ইলিশ ধরা'।

নিকারীরা ডাক তুলেছে মাছের দামের

বাইজ্জাদের মূল টার্গেট পাঙ্গাসের পোনা

১০.০০ : সোহরাব হোসেনের সঙ্গে উঠলাম ট্রলারে। জেলেদের হাতেও টর্চ রয়েছে। কয়েকটি হারিকেনও জ্বলছে। জাল পাতা ও ট্রলারে তোলার সময় প্রয়োজন হয় আলোর। তখন জালে মাছ আটকে আছে কিনা তা দেখতে হয় জেলেদের। জেলেরা আল্লাহর নাম নিয়ে জাল ফেলে চলেছে। জাল ফেলে বসে আছে মাছ ধরা পড়ার অপেক্ষায়। শরিফ ট্রলারের কাঠের পাটাতনের নিচ হতে একটি টিন বের করে আনলো। টিনে রয়েছে গুড়, মুড়ি। শরিফ মাটির খাড়িতে করে প্রত্যেককে মুড়ি-গুড় দিল। চারদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার, নদীর ওপর ছোট ছোট আলো জ্বলছে। জেলেদের নৌকা। মালিক সোহরাব যেখানে জাল পাতা হয়েছে তার চারদিকে বারবার টর্চের আলো ফেলছেন, অন্য ট্রলার যেন তাদের জালের ওপর জাল না পাতে সে জন্যে তিনি টর্চের আলো দিয়ে অন্য নৌকাদের সিগন্যাল দিচ্ছেন।

১২.০০ : জাল টানা শুরু হয়েছে। জেলেরা মনে মনে নিচ্ছেন আল্লাহর নাম। গানও গাইছেন দু'একজন। ভক্তির গান। বিভিন্ন ধরনের মাছ জালে উঠলেও এখন পর্যন্ত একটি ইলিশেরও দেখা পায়নি জেলেরা।

১.৩০ : পাঁচটি ইলিশ নিয়ে ট্রলার ঘাটের দিকে এগিয়ে চললো। সোহরাব জাটকা শিকারীদের অকথ্য ভাষায় গালাগাল দিচ্ছে।

সরকার এ ব্যাপারে কি অবস্থা নিচ্ছে জানতে চাইলে সোহরাব বলেন, নৌবাহিনীর জাহাজ মাঝে মাঝে জেলেদের কাছ থেকে কারেন্ট জাল 'সিজ' করে নিয়ে যায়। নদীর পাড়ে কারেন্ট জালে আগুন দেয়। কিন্তু এতে কোনো কাজ হয় না।

২.০০ : ট্রলার মতিরহাটে এসে ভিড়লো। বিভিন্ন দিক হতে নৌকা , ট্রলার ইলিশ বিক্রির উদ্দেশ্যে মতিরহাট ঘাটে ভিড়ছে। জেলেদের হৈ চৈ, ট্রলারের শব্দ, ব্যাপারীর ডাক, সব মিলিয়ে জমজমাট ইলিশের বাজার। এত জমজমাটের মধ্যে নেই ইলিশের তীব্র গন্ধ। এরপর ও 'ইলিশ ইলিশ' শব্দটিইট বেশি শোনা যাচ্ছে।